হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 2, D.L. No. 140 dt 25/08/2010, Rs. 1.00, October 2010

"তাই এই ভঙ্গ বঙ্গেও রবিঠাকুরের চেয়ে শনিঠাকুরের প্রভাব অনেক বেশী। পাঁচুঠাকুরের প্রভাবও কম নয়। কারণ শনিঠাকুর মানুষকে ভয় দেখাতে পারেন, পাঁচুঠাকুরের নামে পাওয়া যায় নানা রোগহর মাদুলি। রবিঠাকুর এসব কিছুই দিতে পারেননি। তিনি দিয়েছেন ভয়হরণের মন্ত্র, কিন্তু তা একান্তই মস্তিষ্ক সাপেক্ষ।"—শিবপ্রসাদ রায়

দেগঙ্গায় এবার হিন্দুরা দুর্গাপূজা করবে না

দেগঙ্গায় এবছর হিন্দুরা দুর্গাপূজা করবে না। মণ্ডপ নির্মাণ করবে না। প্রতিমা আনবে না। আলোকসজ্জা হবে না। বছরে একবার মাত্র—তাও মা দুর্গাকে অঞ্জলি দেবে না। সারা বছর ধরে জমিয়ে রাখা আনন্দের দিনগুলোতে তারা আনন্দ করবে না। নতুন জামাকাপড় পরবে না। বরং ওই ছুটির দিনগুলোতে তারা তলিয়ে ভাবার চেষ্টা করবে যে আগামী বছরগুলো তাদের কেমন যাবে। চট্টল পল্লীর লোকেরা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবে যে চট্টগ্রামের দিনগুলোই আবার দেগঙ্গায় ফিরে আসছে কিনা! যদি ফিরে আসে, তাহলে যেমন করে তাদেরকে চট্টগ্রামের মাটি ছাড়তে হয়েছিল, তেমনি করেই তাদেরকে আবার দেগঙ্গার মাটি ছাড়তে হবে কিনা। যদি ছাড়তে হয়, তবে কোথায় যাবে?

এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানের দুর্গাপুজোর আনন্দের কোন সামঞ্জস্য তারা খুঁজে পাচ্ছে না। ওপার থেকে তারা মেরে তাড়ালো। এপারেও তারাই মারবে? আর আমরা মার খাব? আমাদের কি এ পৃথিবীতে কোথাও কোন জায়গা নেই? সব জায়গাটা ওরাই নেবে? কই, কত দলের ঝাণ্ডা ধরলাম, কতবার ব্রিগেড গেলাম, কত স্লোগান দিলাম। কত নেতা নেত্রীদের পিছনে ঘুরলাম! তাও আমরা এত অসহায়! একবার 'আল্লা হো আকবর' শুনলেই আমাদের মেয়েদেরকে ছুটে পালাতে হয়। তাহলে কি আমাদেরই কোন পাপ আছে, নাকি কোন ভুল আছে? তাই আমরা একবার স্থির হয়ে বসে নিজেদের ভুল বা পাপের কথা চিন্তা করি।

চট্টল পল্লীর এই চিন্তার শরিক হয়েছে আজ গোটা দেগঙ্গা ব্লকের হিন্দুরা। বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় তারা আর কোন দল, কোন নেতা-নেত্রী এবং প্রশাসনের উপরও কোনরকম ভরসা রাখতে পারছে না। সেই ভরসাহীনতা, সেই অনাস্থাকেই সোচ্চারে প্রকাশ করতে এবার দেগঙ্গা ব্লকের ৩৩টা দুর্গাপূজা কমিটি তাদের প্রিয় পূজা বন্ধ রাখছে। এতেই প্রশাসন ও দলগুলির মাথায় হাত। তারা ভীত যে গোটা বিশ্ব জেনে যাবে হিন্দুরা এখানে কি অবস্থায় আছে। জেনে যাবে কাপুরুষ পঙ্গু প্রশাসনের ব্যর্থতার

কথা ও নেতা নেত্রীদের ক্ষমতালিপ্সায় নির্লজ্জ মুসলিম তোষণের কথা। তাই, প্রতিবাদী হিন্দুর ঐক্য ভাঙতে, হিন্দু নির্যাতনকে ধামাচাপা দিয়ে দুর্গাপূজাগুলো করাতে হাজিসাহেবরা টাকার থলি নিয়ে পুজা কমিটিগুলোকে লোভ দেখাচ্ছে। আর জেলাশাসক বিনোদ কুমার ও জেলা পুলিশ সুপার রাহুল শ্রীবাস্তব পূজা সমন্বয় কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত পালের হাত ধরে অনুনয় বিনয় করেছেন। হিন্দু সংহতির কাছেও এসেছে সমঝোতার প্রস্তাব ও প্রলোভন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ। দেগঙ্গার মানুষ নিজেদেরকে বছরের সেরা আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সাবধান করতে চায় আগামী দিনগুলোর ভয়াবহতা সম্বন্ধে। দেগঙ্গা যেন চট্টগ্রাম না হয়, পশ্চিমবঙ্গ যেন পাকিস্তান না হয়।

চোখ খুলে দেওয়ার মত

একটি এফ. আই. আর

To,
The Officer In Charge
Deganga Police Station
North 24 Parganas

মহাশয়,

আমি অভিলাষ ঘোষ, পিতা বাদল ঘোষ, গ্রাম-খেজুর ডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া (চাঁদনি মার্কেট), পোস্ট-রামনাথপুর, থানা-দেগঙ্গার একজন স্থায়ী বাসিন্দা এবং জন্ম থেকে নিজস্ব জায়গায় ও উক্ত ঠিকানায় বসবাস করে আসছি।

উল্লেখ থাকে যে, গত ইংরাজী ০৬-০৯-২০১০ তারিখ সোমবার, বেলেঘাটা থেকে দেগঙ্গা পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের ডাকাতদল দিবালোকে ভাঙচুর, লুটপাট, মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙা ও অপবিত্র করার মত ঘটনা ঘটিয়েছিল বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হাজী নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে, তাতে উৎসাহিত হয়ে মঙ্গলবার সকাল বেলা আনুমানিক সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের সময় বিশ্বনাথপুর, রামনাথপুর, খেজুর ডাঙ্গা, দোহাড়িয়া ও গাম্ভীরগাছি গ্রামের বেশ কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক আমাদের বাড়িতে এসে প্রকাশ্যে গালিগালাজ ও হুমকি দিয়ে যায়। সেই সাথে পাড়ার কিছু ঘরবাড়িও ভাঙচুর করে। তাদের প্রত্যেকের হাতে হয় লাঠি নয়তো ধারালো অস্ত্র কিংবা বোমা ছিল। সমস্ত ঘটনা দেগঙ্গা থানায় গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জানালে পুলিশ আসে এবং হামলাকারীদের ইঁটের আঘাত ও লাঠিপেটা খেয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তারা পালিয়ে চলে আসে আমাদেরকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে। মঙ্গলবারটি এইভাবেই আতঙ্কের মধ্য দিয়ে কেটে যায়।

তারপর ইংরাজী ৮-৯-২০১০ তারিখ, বুধবার সকাল আনুমানিক ১০টার নাগাদ হঠাৎ-ই বিশ্বনাথপুরের বাসিন্দা মকলুকার রহমান বৈদ্য, পিতা-হবিবর রহমান বৈদ্য আমাদের বাড়ির নিকটে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে বিভিন্ন লোককে নির্দেশ দিতে থাকে, তোরা এখনই সমস্ত কাজ ফেলে চাঁদনি মার্কেটে চলে আয়। হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুট করে আগুন লাগাতে হবে, আর যে যে রকম পারিস মজা লুটে নিবি। তার এই কথা শুনে আমি আতঙ্কিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মেয়ে বৌ সহ অন্যদের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় পাঠিয়ে দিয়ে ঘরের বারান্দায় একা বসেই মকলুকারের কথাগুলি শুনছি, এমন সময় কার্ত্তিকপুরের দিক থেকে একটি পুলিশের গাড়ি ঘোষণা করতে করতে আসছে, যাতে কেউ গুজবে কান দিয়ে শান্তি বজায় রাখে। পুলিশের গাড়ি আসছে দেখেই মকলুকার রহমান চাঁদনি মার্কেটে থাকা সহারব আলি নামক একজন লোককে ফোন করে বলতে থাকে, পুলিশের গাড়ি আসছে, ঐ গাড়ি নিয়ে খানকির ছেলেরা যেন সেলিম পুকুর পার হতে না পারে, শালাদের মেরে গাড়ির মধ্যে রেখে আগুন লাগিয়ে দিবি। এখন আমি চলে যাচ্ছি, নির্দেশ যেন হেরফের না হয়।

এই বলে উক্ত ব্যক্তি পাড়ার ভিতরের দিকে মোটরসাইকেলে করে চলে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকশো লোক সশস্ত্র অবস্থায় পুলিশের গাড়িটি সেলিম পুকুরের সামনে আটকে দিয়ে তাদের মারধোর করতে থাকে। পুলিশেরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে গাড়ি থেকে নেমে প্রাণপণ দৌড় দেয় কার্ত্তিকপুরের দিকে, তখন উক্ত হামলাকারীগণ পুলিশের গাড়িটি ভাঙচুর করে সেলিমপুকুরে ঠেলে ফেলে দেয়। পুলিশ ওখান থেকে পালিয়ে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় মকলুকার আমাদের বাড়ির নিকটে উপস্থিত হয়ে ঐ সমস্ত লোকজনকে সঙ্ঘবদ্ধ করে হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুট করতে হবে এবং আগুন লাগিয়ে তাদের অত্যাচার করতে হবে বলে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে দেখে আমি সবকিছু ফেলে প্রাণ বাঁচাতে বাড়ির পাশে একটি বাঁশঝাড়ের উপর উঠে লুকিয়ে পড় এবং সেখান থেকে দেখতে থাকি, মকলুকার রহমানের নেতৃত্বে আমাদের বাড়ির মধ্যে প্রায় ১০০ জন লোক ঢুকে ইচ্ছামত লুটপাট করতে থাকে, বাকি প্রায় ৩০০ লোক কেউ রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিল, কেউ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রত্যেকের হাতেই লাঠি, না হলে লোহার রড কিংবা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র এবং বোমা ভর্তি ব্যাগ ছিল।

উল্লেখ থাকে যে, আমার বাড়িতে যে সমস্ত ব্যক্তিগণ প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাতি ও অগ্নিসংযোগ করে বাসগৃহটিকে ভস্মীভূত করে দিয়েছে, কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মের লোক এই অপরাধে বাড়ির মেয়েদের উপর কু-নজরসহ এলাকা ছাড়া করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেছিল তাদের মধ্যে পরিচিত অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের নাম নিচে দেওয়া হল—

১। মকলুকার রহমান বৈদ্য-পিতা-হবিবার রহমান বৈদ্য, সাং-বিশ্বনাথপুর
২। সহারব মণ্ডল, পিতা-তৈয়েব মণ্ডল, সাং-দোহাড়িয়া
৩। আসের আলি, পিতা-ইছা মণ্ডল, সাং-দোহাড়িয়া,
৪। নাহারুল ইসলাম, পিতা-আবদুল রহিম, সাং-দোহাড়িয়া
৫। হামিদুল হক, পিতা-সামছেল হক, সাং-রামনাথুপুর
৬। আতিয়ার রহমান, পিতা-আলি আহম্মদ, সাং-রামনাথপুর
৭। আঃ হাই সরদার, পিতা-আবুরালি সরদার, সাং-বিশ্বনাথপুর
৮। মহিউদ্দিন সরদার, পিতা-লতা সরদার, সাং-বিশ্বনাথপুর
৯। কুতুবদ্দিন সরদার, পিতা-লতা সরদার, সাং-বিশ্বনাথপুর
১০। মোশারেফ হোসেন, পিতা-লাল মিঞা, সাং-বিশ্বনাথপুর
১১। নাসিরউদ্দিন মণ্ডল (বেল্লাল), পিতা-পরান মণ্ডল, সাং-বিশ্বনাথপুর
১২। সাকবর আলি, পিতা-সাদেক আলি, সাং-বিশ্বনাথপুর
১৩। আকতারুল, পিতা-ইয়ার আলি, সাং-বিশ্বনাথপুর

আমাদের কথা

হিন্দু সংহতির অগ্নিপরীক্ষা

আমাদেরকে আবার একবার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। ২০০৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে হিন্দু সংহতি প্রতিষ্ঠার পরই জুন মাসে গঙ্গাসাগরে আমাদের প্রথম অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল। এটা সম্ভবতঃ দ্বিতীয়। আমাদের ৬ জন কর্মী এখনও জেলে। তাদের মধ্যে চারজন আমাদের নেতৃস্থানীয়। পুজো এসে গেল। তাদের বাড়ির লোকেরা চরম উৎকণ্ঠায়। পুজো তাদের কাটবে নিরানন্দে। আর দমদম সেন্ট্রাল জেলের ভিতরে সংহতি কর্মীদের কাটবে কষ্টে। এই অগ্নিপরীক্ষার কারণ সকলেই জানেন। আমরা দেগঙ্গায় হিন্দুর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলাম। সে প্রতিবাদ ছিল সোচ্চার ও সক্রিয়। এই প্রতিবাদ যেমন ছিল মুসলিম দুর্বৃত্তের সাম্প্রদায়িক অত্যাচার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, ঠিক তেমনি ছিল ওই গুণ্ডামীর সামনে মেরুদণ্ডহীন প্রশাসনের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক দলগুলির মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তান ও আরবের পয়সায় পরিপুষ্ট এ দেশের মিডিয়ার বিরুদ্ধে। ১৮ সেপ্টেম্বর বারাসাতে এই ঐতিহাসিক প্রতিবাদের উদ্দেশ্য ছিল চেপে রাখা সত্যকে প্রকাশ করা, অত্যাচারিত হিন্দুর পাশে অন্য হিন্দুদের দাঁড় করানো এবং প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলির মুখোশ খুলে দেওয়া। সে কাজে আমরা সফল হয়েছি। তাই মুসলিম তোষণকারী তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের গায়ে চিড়বিড় করে জ্বালা ধরেছে। আর ৩৪ বছরে সিপিএম যে এই রাজ্যের প্রশাসনকে পঙ্গু ও চাপলুষে পরিণত করেছে, তাও প্রকাশ পেয়ে গেছে। তাই এই সিপিএম ও তৃণমূল উভয় দলই হিন্দু সংহতিকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, যাতে তাদের মুসলিম প্রভুরা খুশী হয় এবং আগামী নির্বাচনে কৃপাভিক্ষা দেয়।

এই দুই রাজনৈতিক রাক্ষসের নখদন্তের আঘাত থেকে মাত্র পৌনে তিনবছর আয়ুর হিন্দু সংহতি আত্মরক্ষা করতে পারবে কিনা, তা ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু যেভাবে আমরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পাচ্ছি, তাতে এটা স্পষ্ট যে এটা শুধু হিন্দু সংহতির লড়াই নয়, এটা হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার লড়াই। এ লড়াইয়ে এখন আমাদেরকে দম ধরে থাকতে হবে। সংহতি কর্মীদের মনে রাখতে হবে যে, দুর্যোধন-দুঃশাসন বিনাশের আগে পাণ্ডবদেরকে ১২ বছর বনবাসে থাকতে হয়েছে, রাবণ নিধনের আগে রামচন্দ্রকেও ১৪ বছর বনবাসে কাটাতে হয়েছে। বর্তমানকালের হিন্দু সমাজের সামনে রাবণ-দুর্যোধন দুঃশাসন হল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা। এই দানবই মাত্র ৬৩ বছর আগে আমাদের দেশকে ভাগ করেছে, ২৫ লক্ষ হিন্দু হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারীকে ছিনিয়ে নিয়েছে, আর পূর্ব ও পশ্চিমে ৫ কোটি হিন্দুকে রিফিউজি করেছে। খণ্ডিত ভারতে সেই দানবের স্থান হওয়ার কোন কথাই ছিল না। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক দলগুলির ভোটলালসা ও বামপন্থী বিকৃত বুদ্ধিজীবিদের ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য ঐ দানব আবার এই মাটিতে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেয়েছে। আর তারই পরিণামে ছিপিএম মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন এখন হায় হায় করছেন যে কেরলটা আর ২০ বছরের মধ্যে মুসলিম প্রধান হয়ে যাবে। আর পশ্চিমবঙ্গ হবে পাকিস্তান। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ও আগ্রাসনরূপী সেই দানবের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছে হিন্দু সংহতি। তাই এই লড়াইয়ে মূল্য তো দিতেই হবে। তাই তো হিন্দু সংহতির কর্মীদের এত কষ্ট, এত বলিদান। এই কষ্ট আর এই বলিদান যদি আমরা হাসিমুখে মেনে নিতে পারি, তবেই আমরা নতুন ইতিহাস তৈরি করতে পারব, পারব ইতিহাসের মোড় ঘোরাতে, পারব 'বাঙালি হিন্দু শুধু পালাতে জানে'—এই অপবাদ ঘোচাতে, পারব পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে। পার্ক সার্কাস-মেটিয়াব্রুজ, বসিরহাট-স্বরূপনগর, মগরাহাট-ভাঙড়, মুর্শিদাবাদ-মালদায় যে পাকিস্তানের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সেই অশুভ সংকেত বুঝতে পেরেই আজ দেগঙ্গার হিন্দুরা দুর্গাপূজা বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধ সংকল্পের পরিচয় দিয়েছে। তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সাহস পেয়েছে হিন্দু সংহতি কর্মীদের সংগ্রামী রূপ দেখে। মুসলিমেরা দালাল রাজনৈতিক দলগুলো সেই ঐক্যকে ভাঙার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। সে চেষ্টা সফল হবে না।

প্রথম পাতার শেষাংশ

একটি এফ. আই. আর

১৪। গফফার সরদার (লটারী বিক্রেতা), পিতা-আসরাফ সরদার, সাং-বিশ্বনাথপুর
১৫। ছাত্তার তরফদার, পিতা-আসরাফ তরফদার, সাং-বিশ্বনাথপুর
১৬। মুজিত আলি, পিতা-জমাত আলি, সাং-খেজুরডাঙা পশ্চিমপাড়া
১৭। সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মুজিদ আলি, সাং-খেজুরডাঙা পশ্চিমপাড়া
১৮। মিরাজ আলি, পিতা-মুজিদ আলি, সাং-খেজুরডাঙা পশ্চিমপাড়া
১৯। আহম্মদ আলি (ফকির), পিতা-জমাত আলি, সাং-বিশ্বনাথপুর
২০। ইয়ার আলি (বাংলাদেশী মুসলিম), পিতা-এরফান সরদার, সাং-বিশ্বনাথপুর
২১। আব্দুল খালেক মণ্ডল, পিতা-অজ্ঞাত (মুজিদ আলির ভগ্নীপতি), সাং-বিশ্বনাথপুর
২২। আবু তাহের আলি (খোকন), পিতা-ফকির আলি, সাং-গাম্ভীর গাছি উত্তরপাড়া
২৩। মহম্মদ আলাউদ্দিন, পিতা-আবু তাহের, সাং-গাম্ভীর গাছি উত্তরপাড়া
২৪। সাদ্দাম আলি, পিতা-জামির আলি, সাং-বিশ্বনাথপুর
২৫। মহম্মদ জলিল, পিতা-নূর আলি সরদার, সাং-বিশ্বনাথপুর
২৬। জাকির আলি, পিতা-জামসেদ, সাং-বিশ্বনাথপুর
২৭। সিরাজুল হক সরদার, পিতা-সেকেন্দার আলি সরদার, সাং-বিশ্বনাথপুর
২৮। বাবু, পিতা-বাগবুল মণ্ডল, সাং-বিশ্বনাথপুর
২৯। সফিকুল ডাক্তার, পিতা-সমিরুদ্দিন ডাক্তার, সাং-বিশ্বনাথপুর
৩০। মোর্তাজা হোসেন, পিতা-মোমিন, সাং-বিশ্বনাথপুর
৩১। জুম্মান আলি, পিতা-জমাত আলি, সাং-বিশ্বনাথপুর
৩২। মিন্টু মণ্ডল, পিতা-মৃত সাহেব আলি, সাং-দোহাড়িয়া
৩৩। মহিন মণ্ডল, পিতা-ইছা হক, সাং-দোহাড়িয়া
৩৪। হাসান সরদার, পিতা-হাকিম সরদার, সাং-দোহাড়িয়া
৩৫। ইয়াদ আলি, পিতা-জমাত আলি, সাং-দোহাড়িয়া
৩৬। হাকিম সরদার, পিতা-আবদুল্লা সরদার, সাং-দোহাড়িয়া
৩৭। আবুর আলি সরদার (চটা), পিতা-সুকুর আলি সরদার, সাং-বিশ্বনাথপুর
৩৮। সরিফলু ইসলাম, পিতা-মামুদ আলি, সাং-রামনাথপুর
৩৯। সহিদুল ইসলাম বৈদ্য, পিতা-মকলুকার রহমান বৈদ্য, সাং-বিশ্বনাথপুর
৪০। মহিদুল ইসলাম বৈদ্য, পিতা-মকলুকার রহমান বৈদ্য, সাং-বিশ্বনাথপুর
৪১। মফিজুল ইসলাম বৈদ্য, পিতা-মকলুকার রহমান বৈদ্য, সাং-বিশ্বনাথপুর
৪২। মণিরুল জামাল, পিতা-আবদুল রহিম, সাং-দোহাড়িয়া
৪৩। আমিরুল জামান, পিতা-আবদুল রহিম, সাং-দোহাড়িয়া
৪৪। সহিদুল ইসলাম, পিতা-সফিকুল তরফদার, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৪৫। সাহেব আলি সরদার, পিতা-আনোয়ার সরদার, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৪৬। অলি উল্লা সরদার, পিতা-দিন মহম্মদ, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৪৭। নাজির আলি সরদার, পিতা-সুকুর আলি, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৪৮। আতর আলি সরদার, পিতা-আপতার, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৪৯। রওনাত আলি সরদার, পিতা-আসমত আলি, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৫০। বাবুর আলি সরদার, পিতা-আনোয়ার সরদার, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৫১। নাসির উদ্দিন সরদার, পিতা-মন্টু সরদার, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৫২। শুকুর আলি সরদার, পিতা-আপতার আলি সরদার, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৫৩। সওকাত সরদার, পিতা-কচিমুদ্দিন, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৫৪। আফিজুল সরদার, পিতা-মুজিত সরদার, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৫৫। সুকুর আলি সরদার, পিতা-সামাদ আলি, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৫৬। সাবির সরদার, পিতা-সাহেব সরদার, সাং-খেজুরডাঙা সরদারপাড়া
৫৭। লুৎফার রহমান, পিতা-খালেক মণ্ডল, সাং-নিরামিশা
৫৮। কাসেম আলি গোলদার, পিতা-আপসের আলি গোলদার, সাং-নিরামিশা
৫৯। সাইকুল ইসলাম মণ্ডল (মিরাজ), পিতা-আহম্মদ মণ্ডল, সাং-বিশ্বনাথপুর

অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক থেকে চার নং অভিযুক্তগণ সমস্ত ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছে, ২ ও ৩ নং অভিযুক্ত ব্যক্তিতদুটি টিভি ও একটি সিডি মেশিন নিয়ে যায়, ৪নং অভিযুক্ত ব্যক্তি সিলিং ফ্যান খুলে নিয়ে গেছে। ৫ নং অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘরে থাকা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটি বস্তায় ভরে মাথায় করে নিয়ে চলে গেছে। বাকি সবাই ঘরের আলমারি ভেঙে এবং অন্যান্য জিনিসপত্র যে যার ইচ্ছামতো নিয়ে চলে গেছে। অবশেষে ৬০ নং অভিযুক্ত আর্জিনা বিবি (মুজিদ আলির বোন), স্বামী খালেক মণ্ডল, সাং-বিশ্বনাথপুর, ৫৯ নং অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দেশে বাড়ি থেকে একড্রাম কেরোসিন তেল এনে দেয় আমার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করতে। এবং ৬ ও ৭ নং অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই কেরোসিন তেল ঢেলে আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। একইভাবে আমার চোখের সামনে আরো চারটি বাড়িতে একইভাবে লুটপাটের নামে ডাকাতি করে অগ্নিসংযোগ করে দেয়। আমার ঘরে লুট হওয়া জিনিসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, আলমারিতে থাকা চল্লিশ হাজার টাকা ও ছয় ভরি ওজনের সোনার গহনা, যা উক্ত ডাকাতদলেরা লুট করে নিয়ে গেছে।

সুতরাং মহাশয়ের নিকট কাতর প্রার্থনা বাংলাদেশ থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা এবং মা-বোনেদের উজ্জত বাঁচাতে আমার বাবা তার জন্মভিটে ছেড়ে, বুকভরা বেদনা নিয়ে বিচার না পেয়ে ভারতবর্ষে চলে এসেছিল বলে শুনেছিলাম। আজ পুনরায় নিজে চোখে দেখলাম, মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু ডাকাত ও খুনীর নেতৃত্বে আমাদের পাশেরই বসবাসকারী পরিচিত ব্যক্তিগণ কি জঘন্যভাবে বাড়িতে ঢুকে দিবালোকে ঘরের সমস্ত মালপত্র ডাকাতি, বাড়ির মহিলাদের উদ্দেশ্য কু মন্তব্য। অবশেষে কেরোসিন তেল ঢেলে বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দিল এবং পুনরায় খবর পেয়ে পুলিশ এসেও আমার বাড়ির থেকে ১০০ হাত দূরে দাঁড়িয়ে নিরব দর্শকের মত সমস্ত ঘটনা উপভোগ করল। তারপর উক্ত হামলাকারীরা নির্বিঘ্নে সমস্ত ডাকাতি করা মালপত্র নিয়ে পুলিশের সামনে দিয়ে চলে যায়। সমস্ত ঘটনাই আমি নিজে চোখে দেখেছি। এলাকা ছেড়ে সকলে চলে গেলে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমাদের এইভাবে সর্বনাশ করে গেল, আর আপনারা একটু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন না? তার উত্তরে উপস্থিত পুলিশগণ উত্তর দিয়েছিল, আমাদের হাত পা বাঁধা, এমনকি লাঠি চালাতে পর্যন্ত বারণ করেছে সাহেবরা। এই ঘটনা শুনে নিজের কানকেই আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেই কারণে বিচার পাবো এই আশায় পুনরায় সেই পুলিশের কাছেই অর্থাৎ আপনার নিকট আবেদন, দোষীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আমাদের আবেদনটি এফ.আই.আর. হিসাবে গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

উল্লেখ থাকে যে, আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে কিছুদিন বাড়ি ছাড়া হয়েছিলাম, তারপর ভিটেতে ফিরে পোড়াবাড়ির ভিতরকার আবর্জনা পরিষ্কার ও কোনমতে বাসযোগ্য করে তুলতে অভিযোগ পত্র দিতে দেরী হল।

তাং-২৮-০৯-২০১০

ইতি
বিনীত
অভিলাষ ঘোষ

প্রতিবাদ কর্মসূচী

দেগঙ্গায় হিন্দুর উপর সাম্প্রদায়িক মুসলিমের গণ অত্যাচারের প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী অনেক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বরে বারাসাতে কলোনী মোড় ও চাঁপাডালী মোড়ে বিক্ষোভ সভা ও পথ অবরোধ হয়। ৯ সেপ্টেম্বর বনগাঁ শহরে বাটা মোড়ে পথ সভা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কলেজ স্ট্রীটে মিছিল সহকারে এসে হাজী নুরুল ইসলামের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ক্যানিং ও ঠাকুরনগরে রেল অবরোধ করে সংহতি কর্মীরা। ১৪ তারিখে কলকাতার বাগুইহাটী ও মৃধা মার্কেটে পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ তারিখে বারাসাতে হয় বিশাল ও সক্রিয় প্রতিবাদ কর্মসূচী। সেদিন পুলিশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। দেগঙ্গায় অত্যাচারের ঘটনা থেকে শুরু করে ১৮ তারিখ বারাসাতের সংহতির কর্মসূচী — সর্বত্রই ছিল উত্তর ২৪পরগণা জেলার অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার হোসেন মির্জার নোংরা ভূমিকা। বিশেষ সূত্রে জানা যায় এই মির্জা আগে সি.পি.এমের তাঁবেদারী করত, আর এখন দ্রুত ভোল পাল্টে তৃণমূল কংগ্রেসের বড় চামচাতে পরিণত হয়েছে। এই দিনই সংহতির সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ ৬ জন কর্মী গ্রেফতার হন। অভিজ্ঞ সূত্রের মতে এই মির্জার চক্রান্তেই সংহতি কর্মীদের ছাড়া পেতে এত দেরী হচ্ছে। মির্জা তার গায়ের ঝাল মেটাচ্ছে।

এছাড়াও দেগঙ্গার ঘটনা মানুষকে জানাতে সংহতির পক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার লিফলেট বিলি করা হয়েছে।

বিশেষ ঘোষণা ঃ দেগঙ্গা ঘটনার প্রতিবাদ কর্মসূচীতে গত ১৮ সেপ্টেম্বর বারাসাতে গ্রেফতার হওয়া হিন্দু সংহতির ৬জন প্রমুখ কর্মী মহাপঞ্চমীর দিন জামিন পেলেন।

অযোধ্যা মামলায় হিন্দুদের ঐতিহাসিক জয়

তপন কুমার ঘোষ

গোটা দেশকে উত্তেজনায় টান টান রেখে গত ৩০ সেপ্টেম্বর অযোধ্যা মামলার রায় বের হল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের এই ঐতিহাসিক রায়ে বিরাট নৈতিক জয় হয়েছে হিন্দুদের। আর পরাজয় হয়েছে মুসলমানের দালাল বুদ্ধিজীবি ও বামপন্থী ঐতিহাসিকদের। এই রায়ে মুসলিমরা দুঃখিত হতে পারে। কিন্তু লজ্জায় মুখ লোকানো উচিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবি ও আঁতেলদের। হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতিই একমত হয়ে রায় দিয়েছেন যে (১) ওটাই রামের জন্মস্থান, (২) ওই স্থানে মাটির নীচে একটি বিরাট হিন্দু স্থাপত্য আছে। তাঁদের মধ্যে একজন ভিন্নমত হয়েছেন ওই জমির মালিকানা নিয়ে এবং এক তৃতীয়াংশ সুন্নি ওয়াক্ফ বোর্ডকে দেওয়ার প্রশ্নে। প্রথম দুটি বিষয়ে তাঁরা তিনজনই একমত।

সুতরাং গোটা বিশ্বের একশো কোটি হিন্দুর বিশ্বাস আইনের স্বীকৃতি পেল। আর স্বীকৃতি পেল এই সত্য যে, বিদেশী আক্রমণকারী বাবর হিন্দুর মন্দিরের জায়গাতেই মসজিদ তৈরি করেছিল, যদিও হাইকোর্ট ওটাকে (এখন নেই, গত হয়েছেন) মসজিদ বলে স্বীকৃতিই দেননি। কোর্টে হেরে গিয়ে এখন নেহেরু পরিবারের পোষ্যপুত্র কম্যুনিষ্ট ঐতিহাসিকরা পোঁ ধরেছে যে, এই রায়ে মহামান্য আদালত যুক্তি ও তথ্যের থেকেও হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাসকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দালাল ঐতিহাসিকরা দু কান কাটা এবং তারা এদেশের কোর্টকে মানে না। আসলে এরাই যুক্তি মানে না। ভারতে ও ভারতের বাইরে কমপক্ষে ১০ হাজার রামমন্দির বা রামের নামে মন্দির আছে। কিন্তু জন্মস্থান মন্দির ঐ একটাই কেন? যুগ যুগ ধরে, এমনকি যখন গম্বুজওয়ালা মসজিদের কাঠামোটা ছিল তখনও, কোটি কোটি নরনারী ওইটারই চারিদিকে পঞ্চকোশী ও চোদ্দকোশী পরিক্রমা করে কেন? এই অকাট্য তথ্যগুলি বিচার করেই হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন—ওটাই রামের জন্মস্থান। আশাকরি এবার তাঁরা রামের বার্থ সার্টিফিকেট চাইবেন না। তাহলে আমরা ঐ ঐতিহাসিকদের বাপদের বার্থ সার্টিফিকেট দেখতে চাইব এবং তাদের ডি.এন.এ. টেস্ট করাতে বলব যে ঐ বাপেরই তাঁরা সন্তান কিনা। দ্বিতীয়—ওই স্থানে মাটির নীচে বিরাট হিন্দু মন্দির। এটাও কোর্ট কোন বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রায় দেন নি। দস্তুরমত কোর্ট আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, যা একটি সরকারী সংস্থা, তার অভিমত নিয়েছেন। এ.এস.আই. বিদেশ থেকে মেশিন আনিয়ে পঞ্চাশটিরও অধিক স্থানে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রে পাঠিয়ে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে মতামত দিয়েছে যে ওখানে মাটির নীচে হিন্দু স্থাপত্যের একটি বিরাট নিদর্শন বা কাঠামো আজও আছে। এটা বিশ্বাস নয়, এটা তথ্য ও প্রমাণ। সুতরাং প্রমাণ হল যে বাবর মুসলমানদের নমাজ পাঠের জন্য ওখানে কোন মসজিদ তৈরি করেনি। করেছিল হিন্দুর ধর্মে আঘাত দেওয়ার জন্য। ১৫২৮ সালে অযোধ্যায় কতগুলো মুসলমান ছিল? তাদের নমাজ পড়ার জন্য গোটা অযোধ্যা-ফৈজাবাদে আর কোন স্থান খুঁজে পেল না! ওই মন্দিরের জায়গাতেই মসজিদ করতে হবে? আচ্ছা, ঐ বাবরি মসজিদের দালালরা উত্তর দেবেন কি যে মথুরায় কৃষ্ণ জন্মস্থানের গায়ে এবং কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দিরের গায়ে লাগা মসজিদ দুটি কী করে তৈরি হল? কে করল? কেন করল? ওই বাবরেরই ষষ্ঠ প্রজন্মের বংশধর আওরঙ্গজেব করেছিল। বাবর এসেছিল বিদেশ থেকে। তারপর পাঁচ প্রচন্ম ধরে তারা এদেশে থিতু হয়েছে। কিন্তু মন্দির ভাঙার মানসিকতা পাল্টায় নি। আজও পাল্টায় নি। তাই তো তারা দেগঙ্গায় কালীমন্দিরের মূর্তি ভেঙে সেখানে প্রস্রাব করল এই ২০১০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর। ৪৮২ বছরেও মানসিকতার কোন পরিবর্তন নেই। গজনীর মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, বাবর, আওরঙ্গজেব থেকে আজকের দেগঙ্গার মকলুকার রহমান বৈদ্য—একই পরম্পরার ধারক ও বাহক। এই পরম্পরার পরিণামেই মনমোহন সিং, আদবানি, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, বুদ্ধ-বিমান, সুনীল গাঙ্গুলী, শীর্ষেন্দু, প্রিয়-মমতা-সৌগতরা বাপ পিতামহর ভিটে হারিয়ে রিফিউজি হয়েছেন। তবু তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান হয়নি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নেশায় তাঁরা এমন বুঁদ হয়ে আছেন যে এবার পশ্চিমবঙ্গের মাটিটাকেও ওই নেশার মূল্য চোকাতে বেচে দেবেন। অযোধ্যা মামলার রায়ে মুসলমানদের চোখ হয়ত খুললেও খুলতে পারে, কারণ তারা নেশা করেনি। কিন্তু ছেকুলারদের চোখ খুলবে না। কারণ এরা নেশাড়ু। সম্প্রীতি এদের নেশা। তাতে ঘটি বাটি, মায়ের গহনার সঙ্গে বৌ-বোনেদের ইজ্জত গেলেও ওরা এই নেশা ছাড়তে পারবে না। কিন্তু অযোধ্যা মামলার রায়ে এদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের চোখ যদি খোলে—সেটাও হিন্দুজাতির বিরাট লাভ।

এইবার এই বিষয়ে একটু বেসুরো কথা বলব যা হয়ত অনেকের পছন্দ নাও হতে পারে। তবু বলা আমার কর্তব্য। প্রথম কথা হল, এই রায়ে হিন্দুর বিরাট নৈতিক জয় হলেও বাস্তবে জয় খুবই কম। এমনকি আমি কিছু বিপদের আশঙ্কাও করছি। রায়ে ৩ মাস যথাস্থিতি বজায় রাখতে বলা হয়েছে। এই ৩ মাস পার হলেই মুসলিমরা দাবী করবে যে তাদের প্রাপ্য ওই এক তৃতীয়াংশ জমিতে তারা নমাজ পড়তে যাবে। কোর্টের রায় পালন করার জন্য এবং মুসলমান ভোটের লোভে মনমোহন সিং-য়ের সরকার ও রাজ্যে মায়াবতীর সরকার মুসলিমদেরকে সরকারী নিরাপত্তায় নিয়ে গিয়ে ওই স্থানে নমাজ পড়াবে। অর্থাৎ বিগত ৮০ বছর ধরে হিন্দুরা যেটা আটকে রেখেছে, সেটা বানচাল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কথা, মন্দির হওয়ার পথে এখনও অনেক অনেক বাধা। সব থেকে বড় বাধা হল—না সুপ্রীম কোর্ট নয়—দেশে হিন্দু মুসলমানের শক্তির ভারসাম্য। মনে রাখতে হবে, মুসলিম ভোটের লালসাগ্রস্থ সকল রাজনৈতিক দল, সেক্যুলার লবি, আই.এস.আই. -এর এজেন্ট, সৌদি আরবের পয়সায় পরিপুষ্ট মিডিয়া এবং মুসলিম হিংসার ভয়ে ভীত প্রশাসন—এই বাধাগুলো অতিক্রম করে তবেই মন্দির নির্মাণ সম্ভব। তাই নৈতিক জয় হলেও বাস্তবে জয় কোথায়?

এই ঐতিহাসিক রায়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও শ্রীরাম জন্মভূমি ন্যাস (ট্রাস্ট) কে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নির্মোহী আখড়া এদের কথা শোনে না। সুন্নি বোর্ডের তো কথাই নেই। আর মামলার তৃতীয় পক্ষ ছিলেন 'রামলালা বিরাজমান' নিজে। তাঁর হয়ে তাঁর নিকটজন/বন্ধু মামলা লড়েছেন ও জিতেছেন। কে জিতেছেন? 'রামলালা বিরাজমান' বিগ্রহ নিজে জিতেছেন। তাই ওই স্থান অর্থাৎ মন্দিরের গর্ভগৃহ তাঁরই থাকবে। তিনিই মালিক। কিন্তু মন্দির গড়বে কে? তিনি তো কাউকে বলে দেবেন না যে তুমি কর। তাহলে কে বলবে? এখানেই সরকারের একটা হস্তক্ষেপ এসে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং যাদের নেতৃত্বে আন্দোলন হল এবং সারা বিশ্বে বিপুল অর্থসংগ্রহ হল মন্দির নির্মাণে তাদের অবস্থানটা এই রায়ে একেবারেই অস্পষ্ট থেকে গেল।

এইবার আমার শেষ কথা। কথাটা হল—রামমন্দির নিয়ে আবার আন্দোলন হতে পারে। যদি হয়, তাহলে সেই আন্দোলনে হিন্দু সংহতির যোগদানের কোন ঔচিত্য বা উপযুক্ত কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। অনেকেই এই কথা শুনে চমকে যাবেন বা অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার সমর্থক ও সহযোগীদের আমি বিপথগামী করতে পারব না। মন্দিরের আন্দোলন হলেই মন্দির হবে না। দুটি জিনিস বিবেচনা করুন। ১৯৮৬ থেকে ৯২-এর আন্দোলন ছিল স্বাধীন ভারতের বৃহত্তম আন্দোলন। তার থেকেও বড় আন্দোলন করার মত পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক অবস্থা সংগঠনগুলির এখন আছে কি? নেই। তাহলে উপরোক্ত বাধাগুলি অতিক্রম করে মন্দির নির্মাণ করা আন্দোলনের দ্বারা এই মুহূর্তে সম্ভব কি? না, সম্ভব নয়। তাহলে আন্দোলন কেন? রাজনৈতিক লাভের জন্য। এটাকেই সাধারণ হিন্দু সমাজ বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেছে। তাই আজ ওরা ডাক দিলে জনতা আসে না। অনেকেরই হয়ত মনে নেই, ২০০৩ সালে অযোধ্যায় শিলাদানের সময় 'আজতক' চ্যানেল ওই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের নাম দিয়েছেন, ''টায় টায় ফিস্''। অর্থাৎ প্রবল উত্তেজনার পর ফুস্স্ হয়ে গেল। সত্যিই তাই হয়েছিল। অযোধ্যায় সেই কার্যক্রমে দক্ষিণ ভারত কোনরকমে একটু মুখরক্ষা করেছিল। উত্তর ভারতের অংশগ্রহণ ছিল অতি নগণ্য, অতি লজ্জাজনক। তারপর আমরা দেখলাম 'শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম' বিজয়মন্ত্র জপের কর্মসূচী। ওই টোকেনই থেকে গেল। কোন পরিণাম হল না। সদ্য দেখা গেল বিরাট তাম্ঝাম্ করে 'বিশ্বমঙ্গল গো গ্রাম যাত্রা'। কোন প্রভাব কেউ দেখতে পেলেন কি? সুতরাং, নব্বইয়ের দশক ফিরিয়ে আনার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এই অবস্থায় মন্দিরের নামে আন্দোলন নিয়ে লাফালে বাংলার মাটি বাঁচানোর লড়াই থেকে দৃষ্টি সরে যেতে পারে। সেটা হবে বাঙালি হিন্দুর জন্য আত্মঘাতী। ঠিক যেমন করে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তখনই যে তাদের পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল সেদিকে তাদের নজর ছিল না। তাই দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু তারা হল রিফিউজি। তবু তো তখন অন্ততঃ দেশটা খণ্ডিতভাবে বৃটিশের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। আর এখন মন্দির আন্দোলন করে মন্দির তো হবে না, কিন্তু আমাদের নজর চলে যাবে অন্য দিকে, মাটি বাঁচানোর লড়াই থেকে দৃষ্টি সরে যাবে। পরিণাম হবে ভয়াবহ।

আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই একটি ঘটনার প্রতি। নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে যখন রামমন্দির আন্দোলন শিখরে, ঠিক তখনই ১৯৯০ সালের জুন মাসে কাশ্মীর থেকে হিন্দু বিতাড়ন হল। চুপি চুপি নয়। প্রকাশ্যে, ঘোষণা করে। আমার প্রশ্ন—মন্দির আন্দোলনের হিন্দু জাগরণ ও হিন্দু ঐক্য কাশ্মীরে হিন্দুর মাটি বাঁচাতে পারল না কেন? আজ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেই বিপদ আরও ভয়াবহভাবে আসতে পারে। তাই বাংলার মাটি বাঁচানোর লড়াই থেকে দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরানো যাবে না। যার ঘর পুড়ছে, তার আশু কর্তব্য হল ঘরের আগুন নেভানো। সেটাই তার ধর্ম। আমাদের শাস্ত্রে একে বলেছে 'আপৎ ধর্ম'। আগে বাংলার মাটি বাঁচাই। মন্দির পরে। নিজেরা রিফিউজি হয়ে মন্দির চাই না। নিজের মাটিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকে তবে চাই মন্দির। তাই বাংলার হিন্দুকে এখন আপৎধর্ম পালন করতে হবে।

বাগনানে পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক মদতে জিহাদি কর্মসূচী

হাওড়া জেলার বাগনানে সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক দলগুলির প্রশয় ও মদতে মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের এক অদ্ভুত মানসিকতার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটি হল হিন্দুদের সাথে পায়ে পা তুলে ঝগড়া বাঁধিয়ে মুসলিম সমাজের সর্ববিষয়ে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় উন্মত্ত আচরণ। এইরকম ঘটনা বাগনানে একের পর এক ঘটেই চলেছে। গত ১লা সেপ্টেম্বর বাগনান কলেজের কাছে চিলড্রেনস্ ক্লাব-এর ঘটনা সেই কথা প্রমাণ করে। ওই ক্লাবের সভাপতি বাগনান যুব কংগ্রেসের সভাপতি সফিকুল ইসলাম। এর ভয়ে বাগনান কলেজে হিন্দু মেয়েরা সদাসর্বদা সন্ত্রস্ত। কলেজে বহুবার মারপিটের ঘটনায় সফিকুল জড়িত থেকে একদিকে সন্ত্রাস ও অন্যদিকে ঐ এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। ১লা সেপ্টেম্বরের আগে কয়েকদিন ধরে কয়েকটি হিন্দু ছেলেকে মারধর ও দেখে নেবার হুমকি দেওয়া শুরু করে এবং তারই জের হিসাবে গত ১লা সেপ্টেম্বর ওদেরকে ভীষণভাবে প্রহার করে। সেদিন কোনরকমে একটি হিন্দু ছেলে পালিয়ে এসে সরস্বতী আশ্রমে জন্মাষ্টমীর পূজার আয়োজনে ব্যস্ত হিন্দু সংহতির সদস্যদের খবর দেয়। এরপর হিন্দু সংহতির প্রায় ৪০/৫০ জন সদস্য একযোগে চিলড্রেনস্ ক্লাবের দিকে রওনা হয়। পথে বাগনান স্টেশনের ওভারব্রিজে সফিকুলের ২/১ জন সাগরেদকে দেখতে পেয়ে তাদের মারধোর করে ও পাল্টা আক্রমণ চালায়। শেষে ঐ ক্লাবে পৌঁছে মুসলিম অত্যাচারের প্রতিবাদে ক্লাবে ভাঙচুর করে ও স্থানীয় অত্যাচারী মুসলিমদের সন্ধানে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। হিন্দুদের এই সংগঠিত প্রতিরোধ স্থানীয় ভীতসন্ত্রস্ত হিন্দুদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করে।

এরকমই আর একটি ঘটনা ঘটল মুরালীবাড়ে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর বাস রাস্তার পাশে প্রকাশ্য স্থানে খাদিনান খাঁপাড়ার দুজন মুসলিম ছেলে বসে মদ খাচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারী মানুষের প্রতিবাদে তারা তখনকার মত চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মুর্শিদ আলি খাঁর নেতৃত্বে দুজন মোটরসাইকেল চেপে সেখানে ফিরে আসে। তাদের একজনের হাতে সোর্ড ও অন্যজনের হাতে রামদা। অস্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে তারা স্থানীয় মানুষদের ভয় দেখিয়ে বলতে থাকে—আমাদের সঙ্গে লাগা, এবার কচুকাটা করব। রায়ট বাঁধিয়ে ছাড়ব। ইতিমধ্যে মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদকারী হিন্দু যুবকটিকে দেখতে পেয়ে ওরা তার দিকে সোর্ড ও রামদা নিয়ে তেড়ে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রচুর হিন্দু জনতার তাড়া খেয়ে মুর্শিদ মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। অন্যজন ধরা পড়ে। তাকে স্থানীয় ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে গণপ্রহার চলতে থাকলে পুলিশ এসে ঐ দুষ্কৃতি ও মোটরসাইকেল নিয়ে থানায় চলে যায়। এবার মুসলিম যুবকেরা ছুটে যায় স্থানীয় বিধানসভা সদস্য আক্কেল আলির কাছে। থানায় ছুটে আসে বিধায়ক এবং তাকে মুসলিম দুষ্কৃতিকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। সোর্ড ও রামদা নিয়ে আক্রমণ করলেও যেহেতু মুসলিম তাই এদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার ধারা দিয়ে কোন কেস করতে পারল না বাগনান থানার পুলিশ। কি বিচার ব্যবস্থায় আছি আমরা, ভাবুন একবার!

দেগঙ্গার শিক্ষা

প্রসূন মৈত্র

মুসলিম মৌলবাদের নগ্ন রূপ দেখলো দেগঙ্গার নিরীহ হিন্দু জনতা। 'শান্তির ধর্ম' ইসলামের প্রকৃত চেহারা দেখলো দেগঙ্গার পৌত্তলিক হিন্দুরা। আর মুসলমানদের হিংস্র এবং আগ্রাসী রূপের সামনে নতজানু হয়ে সম্প্রীতির নামে প্রশাসনের প্রহসন দেখলো দেগঙ্গার নিরীহ হিন্দু বাসিন্দারা।

দেগঙ্গার অধিকাংশ হিন্দুই দেশভাগের পর মুসলমান প্রধান পূর্ববাংলা থেকে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে, মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচাতে হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষে চলে এসেছিল। মাত্র আড়াই অক্ষরের—হিন্দু—পরিচয়টুকু রক্ষা করার জন্য তারা তাদের সর্বস্ব ছেড়ে নিঃসম্বল উদ্বাস্তু হয়ে এই দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। গত আড়াই প্রজন্ম ধরে তারা এই বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে ছিল যে অন্তত এই দেশে তাদের নিরাপত্তার কোন অভাব হবে না, স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের কোন অসুবিধা হবেনা। তাদের যে সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে তারা বাপ-ঠাকুর্দার স্মৃতিবিজড়িত মাতৃভূমি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল, সেটা যে এই দেশেও নিরাপদ থাকবে না এটা বোধহয় তাদের দূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

দেগঙ্গার হিন্দুদের অলীক বিশ্বাসের ফানুস বাস্তবের রুক্ষ জমিতে মুখ থুবড়ে পড়লো যখন তারা গত ৬ সেপ্টেম্বর স্থানীয় দেবোত্তর জমিতে আসন্ন দুর্গাপূজার মণ্ডপ তৈরি করতে গিয়ে মুসলমানদের বাধার সম্মুখীন হলো। নিরীহ হিন্দুগুলো কিছুতেই বুঝতে পারলো না যে এই দেশেও কেন তারা তাদের শ্রেষ্ঠ পূজো দুর্গোৎসব করতে পারবে না। তাই তারা প্রতিকার চেয়ে পুলিশের কাছে গেল। হতভাগ্য হিন্দুগুলো বুঝতে পারেনি যে ৩৪ বছরের লাল শাসণে পুলিশ এতটাই মেরুদণ্ডহীন হয়ে গেছে যে স্থানীয় পার্টি অফিসের নির্দেশ ছাড়া তারা অন্তর্বাস পর্যন্ত পাল্টায় না। ফলে যা হবার তাই হল। পৌত্তলিক কাফেরগুলোকে 'তহজিব' শেখানোর আল্লার দেয়া গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ হাজী নুরুল ইসলাম, আর শুরু হল হিন্দুদের উপর নারকীয় অত্যাচার। পুলিশের চোখের সামনে মুসলমানরা একের পর এক হিন্দুদের বাড়ি, দোকান লুট করতে থাকলো, পুড়িয়ে দিতে থাকলো। কিন্তু পুলিশ রমজান মাসের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করলো না। মুসলমানদের এই হিংস্র রূপের সামনে পড়ে অসহায় হিন্দুরা প্রাণ বাঁচাতে পালাতে শুরু করলো। এই ঘটনা আর কিছুক্ষণ চললে সমস্ত দেগঙ্গাই হয়তো হিন্দু শূন্য হয়ে যেত যদি না হিন্দু সংহতির সদস্যরা এই নিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে দ্রুত প্রচার শুরু করতো। অবশেষে হিন্দু সংহতি ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের উদ্বিগ্ন হিন্দুদের চাপে রাজ্য সরকার দেগঙ্গায় সেনা নামাতে বাধ্য হয় এবং অবস্থা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।

দেগঙ্গার ঘটনা আমাদের সামনে মুসলিম আগ্রাসনের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। ইতিহাস সাক্ষী যে ভারতে যে সমস্ত জায়গায় মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়েছে, সেই সব জায়গা ভারত থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ৭০ শতাংশ মুসলিমবহুল দেগঙ্গা যে তার ব্যতিক্রম নয় সেটা প্রমাণিত। আর মুসলমানদের এই ঔদ্ধত্যের জন্য দায়ী সিপিএম ও তৃণমূলের নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ। এক রিজানুর আত্মহত্যা করলে তার প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মতলায় দলবল নিয়ে মোমবাতি জ্বালান, কিন্তু দেগঙ্গায় হিন্দুদের উপর নির্যাতন হলে তিনি নিশ্চুপ। ক্যানিং-এ মুসলমানের সাথে মুসলমানের ঝামেলা হলে তিনি বিধানসভার বিরোধী নেতাকে খাদিজা বিবি বা রাবেয়া বিবির খবর নিতে পাঠান, কিন্তু হরিণঘাটায় পাগলাবাবার মন্দির মুসলমানরা ভাঙলে তিনি একটা বিবৃতি দেবারও সাহস পান না। মিডিয়া আর বুদ্ধিজীবি (এবং বুদ্ধজীবি) রাও এই তোষণের রাজনীতি থেকে মুক্ত নয়। দেগঙ্গার ঘটনা যাতে সারা রাজ্যের হিন্দুদের কাছে না পৌঁছয় সেজন্য রাজ্যের সব মিডিয়া নিজেদের উপর স্বআরোপিত বিধিনিষেধ জারি করেছিল। কোন বুদ্ধিজীবিকে দেখা যায়নি এগিয়ে এসে মুসলিম মৌলবাদের সমালোচনা করতে।

এই কপট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এবং মুসলিম তোষণের প্রতিবাদে দেগঙ্গার আপামর হিন্দু জনতা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই বছর তারা সম্পূর্ণ দেগঙ্গা ব্লকের দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করবে না। কত যন্ত্রণা ও দুঃখ থেকে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা অনুভব করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনটাই প্রশাসনের নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল যে তাদের এই তোষণের কাহিনী যাতে বাইরে প্রকাশ না পায়। তাই তারা যেনতেন প্রকারেণ পূজা সংগঠিত করাতে আগ্রহী। সংগঠিত হিন্দুদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করার জন্য প্রশাসন, পুলিশ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা একসাথে কোমর বেঁধে নেমেছে। প্রথমে ভয় দেখিয়ে, পরে অনুরোধ করে এবং তাতেও হিন্দুদের দৃঢ়তাকে টলাতে না পেরে শেষে মুসলমানদের দিয়ে তারা ধমকি দেয়াচ্ছে যে এবার যদি হিন্দুরা পুজো না করে তাহলে আর কোনদিন দেগঙ্গাতে তারা পুজো করতে দেবে না।

বন্ধু, উপরের ঘটনা কি প্রমাণ করেনা যে পশ্চিমবঙ্গে আমরা নিজভূমে পরবাসী হয়ে পড়েছি। আমাদের অস্তিত্ব ও অধিকার কি আজ মুসলমানদের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল? এটাই কি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত রূপ? আমরা হিন্দুরা কি এতটাই দুর্বল হয়ে পরেছি যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের জন্যে বারবার আমাদের ধর্ম-সংস্কৃতিকে অপমান করবে, আমাদের মা-বোনের সম্মান হরণ করবে, আমাদের বিষয় সম্পত্তি লুট করবে আর আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করে যাব? দেগঙ্গার ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং ধানতলা, বেলডাঙা, সন্দেশখালি, পাঁচলা আমতা, হরিণঘাটা প্রভৃতি জায়গায় মুসলিম মৌলবাদের যে আগ্রাসন শুরু হয়েছে, দেগঙ্গা তার-ই পরবর্তী ধাপ। এরপরও যদি হিন্দুরা সচেতন ও জোটবদ্ধ না হয় তাহলে নিকট ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা গ্রাম একেকটা দেগঙ্গায় পরিণত হবে। বন্ধু, আমাদের প্রতিবেশীর বাড়িতে আগুন লেগেছে, আমরা যদি এখনও নির্লিপ্ত থাকি তাহলে সেই আগুন যখন আমাদের বাড়িতে লাগবে তখন সেটা নিভানোর জন্য আমাদের কোন প্রতিবেশীই জীবিত থাকবে না।

১২ সেপ্টেঃ কলেজ স্ট্রীটে হাজি নুরুলের কুশপুত্তলিকা নিয়ে মিছিল

মুসলিমদের অন্যায় আচরণ ও আগ্রাসনের প্রতিবাদে

সিংহেরহাটে হিন্দু প্রতিরোধ

সংবাদদাতা ঃ কুলপী থানার করঞ্জলি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংহেরহাট মোড়ে গত ১৮ আগস্ট, ২০১০ যাত্রীবাহী ট্রেকারের মাথায় অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন নিয়ে স্থানীয় আর.জি.পার্টির সঙ্গে বিরোধ বাধে। কুলপী থানার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্রেকারের মাথায় যাত্রী পরিবহন চলবে না, এই নির্দেশকে কার্যকরী করার জন্য এলাকার আর.জি.পার্টির নেতা শ্যামল পাত্র এবং অন্য সদস্যগণ একটি ট্রেকারের মাথা থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেন দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য। ঘটনাচক্রে ঐ যাত্রীরা মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, তারা বাধ্য হয়ে ট্রেকার থেকে নেমে এসে আর.জি.পার্টির ছেলেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করে, এবং স্থানীয় একটি বিশ্বকর্মা পূজার সদস্যদের সঙ্গেও ঝামেলা শুরু করে দেয়। কুরুচিকর ইঙ্গিতে তারা হিন্দু দেবদেবীকে নিয়েও সমালোচনা করে। এতে স্থানীয় লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ মুসলিম যুবকদের বাধা দেয় এবং ধ্বস্তাধস্তি শুরু হয়। তৎক্ষণাৎ একটি মুসলিম যুবক সিংহেরহাট মোড়ে কিছু মুসলিম দোকানদারকে ডেকে বলতে থাকে হাটে অন্যায়ভাবে হিন্দুরা মুসলিমদের মারছে। একথা শুনে স্থানীয় মুসলিম দোকানদার ও মুসলিম জনতা বাঁশ ও চেলাকাঠ নিয়ে যৌথভাবে ঐ আর.জি.পার্টি ও বিশ্বকর্মা পূজার চাঁদাতোলা ছেলেদের মারতে শুরু করে এবং তারা 'সিংহেরহাটে একটিও হিন্দুকে থাকতে দেওয়া হবে না', 'সিংহের হাটের হনুমান মন্দির ভেঙ্গে দেব' ইত্যাদি হুমকি দিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কিছু হিন্দু জড়ো হয়ে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেও অধিকসংখ্যক মারমুখীর মুসলিমের সামনে তারা কিছু করতে পারে না। ঘটনায় মর্মাহত শ্যামল এরপর স্থানীয় হিন্দু সংহতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রামে গ্রামে হিন্দুদের ওপর মুসলিম আক্রমণের কথা ও হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ১০/১২টি মিটিং করে। তিনদিন পরে সংগঠিত হিন্দুরা পূর্ব ঘটনার প্রতিবাদে সিংহেরহাট মোড়ে সমবেত হয়ে দুষ্কৃতকারী সাম্প্রদায়িক মুসলিমদের চ্যালেঞ্জ জানায়। এলাকার প্রায় তিনশত হিন্দুর প্রতিবাদের মুখে এলাকার দুষ্কৃতকারী মুসলমানরা মিইয়ে যায় এবং বলে যে, তারা আর কোনদিন হিন্দুর উপর অন্যায় আচরণ করবে না। কুলপী থানায় এই খবর পৌঁছালে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করে।

হিন্দুদের এই সংগঠিত প্রতিবাদ দেখে এলাকার মৌলবাদী শক্তি প্রমাদ গণে এবং রাজনৈতিক শক্তি হিন্দুদের দাবিয়ে রাখার জন্য কৌশল অবলম্বন করে। খবরে প্রকাশ, নিয়ে করঞ্জলি তৃণমূলী পঞ্চায়েত প্রধান আকবর পাইক, কামারচক তৃণমূলী পঞ্চায়েত প্রধান হাবিব পুরকাইত এবং সি.পি.এম. নেতা ও প্রাক্তন সিমি সদস্য সাহাবুদ্দিন গাজীর গোপন আঁতাত হয়। হিন্দুরা বুঝতে পারে পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানরা সিংহেরহাট মুসলমানদের জন্য সংগঠিত হচ্ছে এবং কিছুতেই সিংহেরহাট হিন্দুদের মাথা তুলতে দেবে না। এলাকার সংহতির নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা যে কোন মূল্যে এলাকার হিন্দুদের স্বাভিমান রক্ষার লড়াই চালিয়ে যেতে বলেন।

গত ২৭ আগস্ট সন্ধ্যায় গড়ানকাঠি গ্রামে শ্যামল পাত্র ও নির্মল মন্ডলের নেতৃত্বে যখন একটি ঘরোয়া আলোচনা চলছিল তখন কুলপী থানার চারজন পুলিশ সেই সভার পাশে উপস্থিত থাকে। সভা শেষে ঐ পুলিশরা শ্যামল পাত্রকে পরদিন চারটের সময় কুলপি থানার ও.সি. সূর্যশঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। শ্যামল থানায় উপস্থিত হলে ও.সি. ক্রোধান্বিত হয়ে বলতে ওঠে তুই এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কে? বড় নেতা হয়ে গেছিস? থানাকে না জানিয়ে, এলাকার নেতাকে না জানিয়ে তোকে হিন্দুদের নিয়ে মিটিং করতে কে বলেছে? এই কথা বলেই ও.সি. সজোরে কনুই দিয়ে শ্যামলের পাঁজরে আঘাত করেন। বিপর্যস্ত শ্যামল টলতে টলতে জোর করেই থানা থেকে বেরিয়ে কুলপী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায় এবং ডাক্তারবাবু তার শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভর্তি নিয়ে নেয়।

শ্যামলের উপর এই মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সিংহেরহাট এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার হিন্দুরা কুলপি থানায় জড়ো হয়ে প্রতিবাদ করতে থাকে। করঞ্জলি, বাগাড়িয়া, বেলপুকুর, উস্তি এলাকার সংহতি নেতৃবৃন্দ কর্মীরা থানায় পৌঁছে যায়। প্রায় শ'পাঁচেক প্রতিবাদী হিন্দুরা কুলপি থানার হিন্দুবিরোধী ও.সি.-কে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবী জানায়। অপরদিকে সিংহেরহাট মোড়ে ১১৭ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে হিন্দু জনগণ। পুলিশি নিগ্রহের প্রতিবাদে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ শ্যামলবাবুর স্ত্রীকে দিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ডায়েরী করাতে গেলে পুলিশ তা নিতে অস্বীকার করে। এর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত জনতা থানায় ডায়েরী না নেওয়া পর্যন্ত অবরোধ চালবে জানিয়ে দেয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ডায়মন্ডহারবার সার্কেলের সি.আই. কুলপি থানায় উপস্থিত হন। কুলপি থানায় ঐ ডায়েরী গৃহীত হয়। পরে অবরোধ ও বিক্ষোভ উঠে গেলেও কুলপি থানা এলাকায় হিন্দুদের উপর নানান নির্যাতনের প্রতিবাদে স্থানীয় থানায় একটি ডেপুটেশন দেওয়া হবে বলে স্থানীয় হিন্দু সংহতি নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। এলাকায় উত্তেজনা ও পুলিশি টহল চলছে। বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য কুলপি ব্লকের বিডিও শ্যামলবাবুর সঙ্গে বসতে চাইছেন বলে জানা গেছে। আরো অভিযোগ উঠেছে, করঞ্জলি এলাকার বাসস্ট্যান্ডে চিকিৎসাকারী এক হিন্দু ডাক্তার লাগাতার হিন্দু বিরোধী কাজকর্মে সহায়তার জন্য সমস্ত ঘটনার ষড়যন্ত্রী আকবর পাইকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। সি.পি.এম., তৃণমূল, পি.ডি.এস. আই. নির্বিশেষে সমস্ত মুসলিম নেতাদের হিন্দুবিরোধী চক্রান্ত ব্যর্থ করে সিংহেরহাটে হিন্দুদের মর্যাদা রক্ষায় আজ ঐক্যবদ্ধ।

হিন্দুর শ্রেষ্ঠ উৎসব

শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা উপলক্ষে

সকলকে জানাই

গৈরিক অভিনন্দন

— হিন্দু সংহতি

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>,<www.hindusamhatitv.blogspot.com> <southasiasambad.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans, Editor's Name & Address Chittaranjan Dey, Vill. Domjur, Near Hospital, P.O. & P.S. Domjur, Howrah, Pin - 700 405